প্রেরিত পৌলের সঙ্গে নতুন চুক্তিতে চলা
তাঁর জীবন এবং লেখনীর দ্বারা

পাঠ নং- ৩ প্রেরিত ২৬ + ১ করিন্থীয় ১৫ থেকে পড়ুন

শৌল খ্রিস্ট-বিদ্বেষী পল হয়ে ওঠেন খ্রিস্ট-প্রেমিক।

টারসাসের শৌল, বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত এবং ইস্রায়েলের সর্বোচ্চ শাসক আইনসভা এবং ধর্মীয় সংস্থা, দ্য সানহেড্রিনের সম্ভাব্য সদস্য, দামেস্কের রাস্তায় "পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন" যেখানে তিনি নিপীড়ন, বন্দী করার পরিকল্পনা করেছিলেন এবং ঈসা মসীহের যে কোন প্রেমিককে তিনি খুঁজে পেতে পারেন তাকে হত্যা করতে প্রস্তুত ছিলেন। প্রভু যীশু নিজেকে শৌলের কাছে বিস্ময়কর মহিমায় প্রকাশ করেন, তাকে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হৃদয় দেন এবং তাকে বাপ্তিস্ম নিতে পাঠান এবং আনানিয়া নামে একজন ব্যক্তির দ্বারা নির্দেশ দেন। যখন প্রভু ঈসা, যিনি সমগ্র মহাবিশ্বের সার্বভৌম, যে কোন মানুষকে তাঁর অনুসরণ করতে আহ্বান করেন, সেই পুরুষ বা মহিলাকে অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে।

মার্ক ৮:৩৪-৩৫

এর পরে তিনি সাহাবীদের আর অন্য লোকদের তাঁর কাছে ডেকে বললেন, “যদি কেউ আমার পথে আসতে চায় তবে সে নিজের ইচ্ছামত না চলুক; নিজের ক্রুশ বয়ে নিয়ে সে আমার পিছনে আসুক। যে কেউ তার নিজের জন্য বেঁচে থাকতে চায় সে তার সত্যিকারের জীবন হারাবে; কিন্তু যে কেউ আমার জন্য এবং আল্লাহ্‌র দেওয়া সুসংবাদের জন্য তার প্রাণ হারায়, সে তার সত্যিকারের জীবন রক্ষা করবে।

এখন সমস্ত "নতুন বিশ্বাসীদের" হৃদয়ে যে ভালবাসার জন্ম হয়েছে, সেই ব্যক্তি যার ঈসা মসীহ কিতাবে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন তিনি শৌল যা করতে শুরু করেছিলেন তা করতে শুরু করবেন: অবিলম্বে ঈসা মসীহ এবং তাঁর সম্পর্কে সম্ভাব্য সকলকে বলতে শুরু করুন জন্মগ্রহণকারী প্রত্যেক ব্যক্তির আত্মার জন্য ভালবাসা। আমরা পরবর্তীতে শৌলকে কোথায় পাব, যার নাম মসীহ-প্রেমিক এবং মসীহের-অনুসারী হিসাবে তাঁর নতুন জীবনের কাজের জন্য নাম পৌল রাখা হয়েছিল?

প্রেরিত ২৬

এরপর আগ্রিপ্প পৌলকে বললেন; “আপনি এখন বলতে পারেন,”
“হে বাদশাহ্‌ আগ্রিপ্প, ইহুদীরা আমাকে যে সব দোষ দিয়েছে তার বিরুদ্ধে আপনার সামনে আজ আমার নিজের পক্ষে কথা বলবার সুযোগ পেয়েছি বলে আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করেছি, ৩বিশেষ করে যখন ইহুদীদের চলতি নিয়ম এবং তর্কের বিষয়গুলো সম্বন্ধে আপনার ভাল করেই জানা আছে। এইজন্য ধৈর্য ধরে আমার কথা শুনতে আমি আপনাকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করছি।

৪“ছেলেবেলা থেকে, অর্থাৎ আমার জীবনের শুরু থেকে আমার নিজের দেশের এবং পরে জেরুজালেমের লোকদের মধ্যে আমি কিভাবে জীবন কাটিয়েছি ইহুদীরা সবাই তা জানে। ৫তারা অনেক দিন ধরেই আমাকে চেনে এবং ইচ্ছা করলে এই সাক্ষ্য দিতে পারে যে, আমাদের ধর্মের ফরীশী নামে যে গোঁড়া দল আছে আমি সেই ফরীশীর জীবনই কাটিয়েছি। ৬আল্লাহ্‌ আমার পূর্বপুরুষদের কাছে যে ওয়াদা করেছিলেন তাতে আমি আশা রাখি বলে এখন আমার বিচার করা হচ্ছে। ৭আমাদের বারো গোষ্ঠীর লোকেরা দিনরাত মনপ্রাণ দিয়ে আল্লাহ্‌র এবাদত করে সেই ওয়াদার পূর্ণতা দেখবার আশায় আছে। ৭মহারাজ, সেই আশার জন্যই ইহুদীরা আমাকে দোষ দিচ্ছে। ৮আল্লাহ্‌ যে মৃতদের জীবিত করেন এই কথা বিশ্বাসযোগ্য নয় বলে আপনারা কেন মনে করছেন?

৯“আমি নিজেই বিশ্বাস করতাম, নাসরতের ঈসার বিরুদ্ধে যা করা যায় তার সবই আমার করা উচিত, ১০আর ঠিক তা-ই আমি জেরুজালেমে করছিলাম। প্রধান ইমামদের কাছ থেকে ক্ষমতা পেয়ে আমি ঈসায়ী ঈমানদার অনেককে জেলে দিতাম এবং তাদের হত্যা করবার সময় তাদের বিরুদ্ধে ভোট দিতাম। ১১তাদের শাস্তি দেবার জন্য আমি প্রায়ই এক মজলিস-খানায় থেকে অন্য মজলিস-খানায় যেতাম এবং ঈসার বিরুদ্ধে কথা বলবার জন্য আমি তাদের উপর জোর খাটাতাম। তাদের উপর আমার এত রাগ ছিল যে, তাদের উপর জুলুম করবার জন্য আমি বিদেশের শহরগুলোতে পর্যন্ত যেতাম।

প্রেরিত পৌলের সঙ্গে নতুন চুক্তিতে চলা
তাঁর জীবন এবং লেখনীর দ্বারা

পৌল তার ঈমান পরিবর্তনের বিষয়ে সাক্ষি দিচ্ছেন।

১২"এইভাবে একবার প্রধান ইমামদের কাছ থেকে ক্ষমতা ও হুকুম নিয়ে আমি দামেস্কে যাচ্ছিলাম। ১৩মহারাজ, তখন বেলা প্রায় দুপুর। পথের মধ্যে সুর্য থেকেও উজ্জ্বল একটা আলো আসমান থেকে আমার ও আমার সংগীদের চারদিকে জ্বলতে লাগল। ১৪আমরা সবাই মাটিতে পড়ে গেলাম এবং আমি শুনলাম হিব্রু ভাষায় কে যেন আমাকে বলছেন, 'শৌল, শৌল, কেন তুমি আমার উপর জুলুম করছ? কাঁটা বসানো লাঠির মুখে লাথি মেরে কি তুমি নিজের ক্ষতি করছ না? ১৫"তখন আমি বললাম, 'প্রভু, আপনি কে? ১৬"প্রভু বললেন, 'আমি ঈসা, যাঁর উপর তুমি জুলুম করছো। এখন ওঠো, তোমার পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াও। সেবাকারী ও সাক্ষী হিসাবে তোমাকে নিযুক্ত করবার জন্য আমি তোমাকে দেখা দিলাম। তুমি আমাকে যেভাবে দেখলে এবং আমি তোমাকে যা দেখাব তা তুমি অন্যদের কাছে বলবে। ১৭-১৮তোমার নিজের লোকদের ও অ-ইহুদীদের হাত থেকে আমি তোমাকে রক্ষা করব। তাদের চোখ খুলে দেবার জন্য ও অন্ধকার থেকে আলোতে এবং শয়তানের শক্তির হাত থেকে আল্লাহ্‌র কাছে ফিরিয়ে আনবার জন্য আমি তোমাকে তাদের কাছে পাঠাচ্ছি, যেন আমার উপর ঈমানের ফলে তারা গুনাহের মাফ পায় এবং যাদের পবিত্র করা হয়েছে তাদের মধ্যে স্থান পায়।'

পৌলের রূপান্তর পরবর্তী জীবন।

১৯"বাদশাহ্‌ আগ্রিপ্প, এইজন্য বেহেশত থেকে এই দর্শনের মধ্য দিয়ে আমাকে যা বলা হয়েছে তার অবাধ্য আমি হই নি। ২০যারা দামেস্কে আছে প্রথমে তাদের কাছে, তার পরে যারা জেরুজালেমে এবং সমস্ত এহুদিয়া প্রদেশে আছে তাদের কাছে এবং অ-ইহুদীদের কাছেও আমি তবলিগ করেছি যে, তওবা করে আল্লাহ্‌র দিকে তাদের ফেরা উচিত, আর এমন কাজ করা উচিত যার দ্বারা প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তারা তওবা করেছে। ২১এইজন্যই ইহুদীরা আমাকে বায়তুল-মোকাদ্দসে ধরে হত্যা করবার চেষ্টা করেছিল। ২২কিন্তু আল্লাহ্‌ আজ পর্যন্ত আমাকে সাহায্য করে আসছেন এবং সেইজন্যই আমি এখানে দাঁড়িয়ে ছোট-বড় সবার কাছে সাক্ষ্য দিচ্ছি। নবীরা এবং মূসা যা ঘটবার কথা বলে গেছেন তার বাইরে আমি কিছুই বলছি না। ২৩সেই কথা হল এই যে, মসীহ্‌কে কষ্টভোগ করতে হবে এবং তাঁকেই মৃত্যু থেকে প্রথমে জীবিত হয়ে উঠে তাঁর নিজের জাতির লোকদের ও অ-ইহুদীদের কাছে নূরের রাজ্যের বিষয়ে ঘোষণা করতে হবে।"

আগ্রিপ্প পৌলের চ্যালেঞ্জ শুনেন।

২৪পৌল এইভাবে যখন নিজের পক্ষে কথা বলছিলেন তখন ফীষ্ট তাঁকে বাধা দিয়ে চিৎকার করে বললেন, "পৌল, তুমি পাগল হয়ে গেছ। তুমি অনেক পড়াশোনা করেছ আর সেই পড়াশুনাই তোমাকে পাগল করে তুলেছে। ২৫তখন পৌল বললেন, "মাননীয় ফীষ্ট, আমি পাগল নই। আমি যা বলছি তা সত্যি এবং যুক্তিপূর্ণ। ২৬বাদশাহ্‌ তো এই সব বিষয় জানেন এবং আমি তাঁর সংগে খোলাখুলিই সব কথা বলতে পারি। আর এই কথা আমি নিশ্চয় জানি যে, এর কিছুই তাঁর চোখ এড়ায় নি, কারণ এই সব ঘটনা তো গোপনে ঘটে নি। ২৭বাদশাহ্‌ আগ্রিপ্প, আপনি কি নবীদের কথা বিশ্বাস করেন? আমি জানি আপনি করেন।"

২৮তখন আগ্রিপ্প পৌলকে বললেন, *"তুমি কি এত অল্প সময়ের মধ্যেই আমাকে ঈসায়ী করবার চেষ্টা করছো?"*

২৯পৌল বললেন, *"সময় অল্প হোক বা বেশী হোক, আমি আল্লাহ্‌র কাছে এই মুনাজাত করি যে, কেবল আপনি নন, কিন্তু যাঁরা আজ আমার কথা শুনছেন তাঁরা সবাই যেন আমার মত হন্ত কেবল এই শিকল ছাড়া।"*

তখন বাদশাহ্‌ উঠলেন এবং তাঁর সাথে সাথে প্রধান শাসনকর্তা ফীষ্ট ও বর্ণীকী এবং যাঁরা তাঁদের সংগে বসে ছিলেন সবাই উঠে দাঁড়ালেন। ৩০তারপর তাঁরা সেই ঘর ছেড়ে চলে গেলেন এবং একে অন্যকে বলতে লাগলেন, "এই লোকটি মৃত্যুর শাস্তি পাবার বা জেল খাটবার মত কিছুই করে নি।"

৩১আগ্রিপ্প ফীষ্টকে বললেন, "এই লোকটি যদি সম্রাটের কাছে আপীল না করত তবে তাকে ছেড়ে দেওয়া যেত।"

প্রেরিত পৌলের সঙ্গে নতুন চুক্তিতে চলা
তাঁর জীবন এবং লেখনীর দ্বারা

কি সরল সত্য ছিল যা মসীহ-প্রেমিক, পৌল বর্তমান বিশ্বের কাছে ঘোষণা করেছিলেন?

১ করিন্থীয় ১৫

হযরত ঈসা মসীহের পুনরুত্থান সম্বন্ধে

১ভাইয়েরা, যে সুসংবাদ আমি তোমাদের কাছে তবলিগ করেছিলাম, সেই সুসংবাদের কথা তোমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছি৷ তোমরা তা গ্রহণ করেছ আর তাতে স্থিরও আছ৷ ২যে কালাম আমি তোমাদের কাছে তবলিগ করেছিলাম তা যদি তোমরা শক্তভাবে ধরে রেখে থাক তবেই তোমরা সেই সুসংবাদের মধ্য দিয়ে নাজাত পাচ্ছ- অবশ্য যদি তোমাদের ঈমান কেবল বাইরের না হয়৷

৩আমি নিজে যা পেয়েছি তা সব চেয়ে দরকারী বিষয় হিসাবে তোমাদেরও দিয়েছি৷ সেই বিষয় হল এই- পাক-কিতাবের কথামত মসীহ্ আমাদের গুনাহের জন্য মরেছিলেন, ৪তাকে দাফন করা হয়েছিল, কিতাবের কথামত তিন দিনের দিন তাঁকে মৃত্যু থেকে জীবিত করা হয়েছে, ৫আর তিনি পিতরকে ও পরে তাঁর সাহাবীদের দেখা দিয়েছিলেন৷ ৬এর পরে তিনি একই সময়ে পাঁচশোরও বেশী ভাইদের দেখা দিয়েছিলেন৷ তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ মারা গেলেও বেশীর ভাগ লোক এখনও বেঁচে আছেন৷ ৭তার পরে তিনি ইয়াকুবকে ও পরে সব সাহাবীদের দেখা দিয়েছিলেন৷ ৮অসময়ে জন্মেছি যে আমি, সেই আমাকেও তিনি সবার শেষে দেখা দিয়েছিলেন৷ ৯সাহাবীদের মধ্যে আমিই সবচেয়ে নীচু, এমন কি, সাহাবী বলে কেউ যে আমাকে ডাকে তার যোগ্যও আমি নই, কারণ আল্লাহ্‌র জামাতের উপর আমি জুলুম করতাম৷ ১০কিন্তু এখন আমি যা হয়েছি তা আল্লাহ্‌র রহমতেই হয়েছি৷ আমার উপর তাঁর সেই রহমত নিষ্ফল হয় নি৷ আমি অন্য সাহাবীদের সকলের চেয়ে বেশী পরিশ্রম করেছি; তবে পরিশ্রম যে আমিই করেছি তা নয়, বরং আমার উপর আল্লাহ্‌র যে রহমত আছে সেই রহমতই তা করেছে৷ ১১সেইজন্য আমিই তবলিগ করি বা অন্য সাহাবীরাই করেন, আমরা এই বিষয়েই তবলিগ করি আর তোমরা তাতেই ঈমান এনেছ৷

মৃতদের পুনরুত্থান সম্বন্ধে আশা

১২ কিন্তু যদি তবলিগ করা হয় যে, মসীহ্‌কে মৃত্যু থেকে জীবিত করা হয়েছে তবে তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ কেমন করে বলছে যে, মৃতদের জীবিত হয়ে ওঠা বলে কিছু নেই৷ ১৩মৃতেরা যদি জীবিত হয়ে না-ই ওঠে তাহলে তো মসীহ্‌কেও জীবিত করা হয় নি; ১৪আর মসীহ্‌ কে যদি জীবিত করা না হয়ে থাকে তবে আমাদের তবলিগও মিথ্যা আর তোমাদের ঈমানও মিথ্যা৷ ১৫এছাড়া তাতে এই কথাই প্রমাণ হচ্ছে যে, আল্লাহ্‌র বিষয়ে আমরা মিথ্যা সাক্ষ্য দিচ্ছি, কারণ আমাদের সাক্ষ্য এই যে, আল্লাহ্‌ মসীহ্‌কে মৃত্যু থেকে জীবিত করে তুলেছেন৷ কিন্তু যদি মৃতদের জীবিত করে তোলা না-ই হয় তবে তিনি মসীহ্‌কেও জীবিত করে তোলেন নি, ১৬কারণ মৃতদের যদি জীবিত করা না হয় তবে মসীহ্‌কেও জীবিত করা হয় নি৷ ১৭যদি মসীহ্‌কেই জীবিত করা না হয়ে থাকে তবে তোমাদের ঈমান নিষ্ফল আর এখনও তোমরা গুনাহের মধ্যেই পড়ে রয়েছ৷ ১৮তাহলে মসীহের সংগে যুক্ত হয়ে যারা মারা গেছে তারা তো বিনষ্ট হয়েছে৷ ১৯মসীহের উপর আমাদের যে আশা তা যদি কেবল এই জীবনের জন্যই হয় তবে সমস্ত মানুষের মধ্যে আমাদেরই বেশী দুর্ভাগ্য।

২০মসীহ্‌কে কিন্তু সত্যিসত্যিই মৃত্যু থেকে জীবিত করে তোলা হয়েছে৷ তিনি প্রথম ফল, অর্থাৎ মৃত্যু থেকে যাদের জীবিত করা হবে তাদের মধ্যে তিনিই প্রথমে জীবিত হয়েছেন৷ ২১একজন মানুষের মধ্য দিয়ে মৃত্যু এসেছে বলে মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে ওঠাও একজন মানুষেরই মধ্য দিয়ে এসেছে৷ ২২আদমের সংগে যুক্ত আছে বলে যেমন সমস্ত মানুষই মারা যায়, তেমনি মসীহের সংগে যারা যুক্ত আছে তাদের সবাইকে জীবিত করা হবে; ২৩তবে তার মধ্যে পালা রয়েছে- প্রথম ফলের মত প্রথমে মসীহ্, তারপর যারা মসীহের নিজের৷ মসীহের আসবার সময়ে তাদের জীবিত করা হবে৷ ২৪এর পরে মসীহ্ যখন সমস্ত শাসনব্যবস্থা, অধিকার আর ক্ষমতা ধ্বংস করে পিতা আল্লাহ্‌র হাতে রাজ্য দিয়ে দেবেন তখনই শেষ সময় আসবে৷ ২৫আল্লাহ্ যে পর্যন্ত না মসীহের সমস্ত শত্রুকে তাঁর পায়ের তলায় রাখেন সেই পর্যন্ত মসীহ্‌কে রাজত্ব করতে হবে৷ ২৬শেষ শত্রু যে মৃত্যু, তাকেও ধ্বংস করা হবে৷ ২৭কিতাবের কথামত, "তিনি সব কিছুই তাঁর পায়ের তলায় রেখেছেন৷" সব জিনিসই অধীনে রাখা হয়েছে বললে স্পষ্টই বুঝা যায়, যিনি সব জিনিস মসীহের অধীনে রেখেছেন সেই আল্লাহ্ নিজেকে বাদ দিয়েই তা করেছেন৷ ২৮যখন সব কিছুই মসীহের অধীনে রাখা হয়ে যাবে, তখন যিনি সব কিছু মসীহের অধীনে রেখেছিলেন সেই আল্লাহ্ যাতে একমাত্র মালিক হতে পারেন সেইজন্য পুত্রও নিজে আল্লাহ্‌র অধীন হবেন৷

প্রেরিত পৌলের সঙ্গে নতুন চুক্তিতে চলা
তাঁর জীবন এবং লেখনীর দ্বারা

পূনুরুত্থান না মানলে কি হবে?

২৯কিন্তু মৃতদের জন্য যারা তরিকাবন্দী নেয় তাদের কি হবে? মৃতদের যদি জীবিত করে তোলা না-ই হয় তবে কেন তারা মৃতদের জন্য তরিকাবন্দী নেয়? ৩০আর কেনই বা আমরা সব সময় বিপদের মুখে পড়ছি? ৩১ভাইয়েরা, আমাদের হযরত ঈসা মসীহের কাজে তোমাদের নিয়ে আমার যে গর্ব, সেই গর্বে আমি নিশ্চয় করে বলছি যে, প্রত্যেক দিনই আমি মৃত্যুর মুখোমুখি হচ্ছি। ৩২ইফিষে বুনো জানোয়ারদের সংগে আমাকে যে লড়াই করতে হয়েছিল, তা যদি কেবল জাগতিক উদ্দেশ্য নিয়েই করে থাকি তবে তাতে আমার কি লাভ হয়েছে? মৃতদের যদি না-ই জীবিত করে তোলা হয় তবে চলতি কথা মতে, "এস, আমরা খাওয়া-দাওয়া করি, কারণ কালকে আমরা মরে যাব।" তোমরা ভুল কোরো না।

৩৩কথায় বলে, "খারাপ সংগী ভাল লোককেও খারাপ করে দেয়।" ৩৪নিজেই তোমরা তোমাদের মনকে জাগিয়ে তোল এবং আর গুনাহ্ কোরো না। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ্‌কে চেনেই না; আমি তোমাদের লজ্জা দেবার জন্য এই কথা বলছ।

একটি গৌরবময় দেহ।

৩৫কেউ হয়তো বলবে, "মৃতদের কেমন করে জীবিত করে তোলা হবে? কেমন শরীর নিয়েই বা তারা উঠবে? ৩৬তুমি তো মুর্খ! তুমি নিজে যে বীজ লাগাও তা না মরলে তো চারা গজিয়ে ওঠে না। ৩৭তোমার লাগানো বীজ থেকে যে চারা হয় তা তুমি লাগাও না বরং একটা মাত্র বীজই লাগাও- সেই বীজ গমের হোক বা অন্য কোন শস্যের হোক। ৩৮কিন্তু আল্লাহ্ নিজের ইচ্ছামতই সেই বীজকে শরীর দিয়ে থাকেন। তিনি প্রত্যেক বীজকেই তার উপযুক্ত শরীর দান করে থাকেন। ৩৮সব গোশ্‌তই এক রকম নয়।

৩৯মানুষের গোশ্‌ত এক রকম, পশুর এক রকম, পাখীর এক রকম এবং মাছের এক রকম।

৪০আসমানে অনেক শরীর আছে, দুনিয়াতেও অনেক শরীর আছে, কিন্তু আসমানের শরীরগুলোর উজ্জ্বলতা এক রকম এবং দুনিয়ার শরীরগুলোর উজ্জ্বলতা আর এক রকম। ৪১সূর্যের উজ্জ্বলতা এক রকম, চাঁদের এক রকম এবং তারাগুলোর আর এক রকম। এমন কি, উজ্জ্বলতার দিক থেকে একটা তারা অন্য আর একটার চেয়ে আলাদা।

৪২মৃতদের জীবিত হয়ে ওঠাও ঠিক সেই রকম। লাশ দাফন করলে পর তা নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু সেই লাশ এমন অবস্থায় জীবিত করে তোলা হবে যা আর কখনও নষ্ট হবে না। ৪৩তা অসম্মানের সংগে মাটিতে দেওয়া হয়, কিন্তু সম্মানের সংগে উঠানো হবে; দুর্বল অবস্থায় মাটিতে দেওয়া হয়, কিন্তু শক্তিতে উঠানো হবে; ৪৪সাধারণ শরীর মাটিতে দেওয়া হয়, কিন্তু অসাধারণ শরীর উঠানো হব। যখন সাধারণ শরীর আছে তখন অসাধারণ শরীরও আছে। ৪৫কিতাবে এইভাবে লেখা আছে, "প্রথম মানুষ আদম জীবন্ত প্রাণী হলেন।" আর শেষ আদম জীবনদানকারী রূহ্ হলেন।

৪৬কিন্তু যা অসাধারণ তা প্রথম নয়, বরং যা সাধারণ তা-ই প্রথম, তার পরে অসাধারণ। প্রথম মানুষ মাটি থেকে এসেছিলেন তিনি মাটিরই তৈরী; ৪৭কিন্তু দ্বিতীয় মানুষ বেহেশত থেকে এসেছিলেন। ৪৮দুনিয়ার মানুষেরা সেই মাটির তৈরী মানুষের মত, আর যারা বেহেশতে যাবে তারা সেই বেহেশতের মানুষের মত। ৪৯আমরা যেমন সেই মাটির মানুষের মত হয়েছি ঠিক তেমনি সেই বেহেশতের মানুষের মতও হব।

আমাদের চূড়ান্ত বিজয়।

৫০ভাইয়েরা, আমি যা বলছি তা এই- মানুষ তার রক্তমাংসের শরীর নিয়ে আল্লাহ্‌র রাজ্যের অধিকারী হতে পারে না। যা নষ্ট হয়ে যাবে তা এমন কিছুর অধিকারী হতে পারে না যা নষ্ট হবে না। ৫১আমি তোমাদের একটা গোপন সত্যের কথা বলছি, শোন। আমরা সবাই যে মারা যাব তা নয়, কিন্তু বদলে যাব। ৫২এক মুহূর্তের মধ্যে, চোখের পলকে, শেষ সময়ের শিংগার আওয়াজের সংগে সংগে আমরা সবাই বদলে যাব। সেই শিংগা যখন বাজবে তখন মৃতেরা এমন অবস্থায় জীবিত হয়ে উঠবে যে, তারা আর কখনও নষ্ট হবে না; আর আমরাও বদলে যাব। ৫৩যা নষ্ট হয় তাকে কাপড়ের মত করে এমন কিছু পরতে হবে যা কখনও নষ্ট হয় না। আর যা মরে যায় তাকে এমন কিছু পরতে হবে যা কখনও মরে না। ৫৪যা নষ্ট হয় আর যা মরে যায়, সেগুলো যখন ঐভাবে বদলে যাবে তখন পাক-কিতাবের এই কথা পূর্ণ হবে যে, মৃত্যু ধ্বংস হয়ে জয় এসেছে। ৫৫"মৃত্যু, তোমার জয় কোথায়?/ মৃত্যু, তোমার হুল কোথায়?"

৫৬মৃত্যুর হূল গুনাহ্, আর গুনাহের শক্তিই মূসার শরীয়ত। ৫৭কিন্তু আল্লাহ্‌কে শুকরিয়া, আমাদের হযরত ঈসা মসীহের মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের জয় দান করেন।

৫৮সেইজন্যই, আমার প্রিয় ভাইয়েরা, শক্ত হয়ে দাঁড়াও; কোন কিছুই যেন তোমাদের নড়াতে না পারে। সব সময় প্রভুর কাজের জন্য নিজেকে সম্পূর্ণভাবে দিয়ে দাও, কারণ তোমরা জান, তাঁর কাজে তোমাদের পরিশ্রম নিষ্ফল নয়।

আবেদন: আপনি কি পুনরুত্থিত মসীহকে দেখেছেন? আপনি কি বলেছেন, "হ্যাঁ প্রভু, আপনি আমাকে যেখানে যেতে বলবেন আমি আপনাকে অনুসরণ করব এবং আমি বিশ্বাস করি আপনি আমাকে প্রতিটি পদক্ষেপে নেতৃত্ব দেবেন। এটা আমার সর্বোচ্চ আশীর্বাদ এবং বিশেষত্ব হল প্রত্যেকের কাছে কেবল ঘোষণা করা: "ঈসা মসীহ আল্লাহর পুনরুত্থিত পুত্র এবং আমি তাকে ভালবাসি। আমি চাই বিশ্ব আমার সম্পর্কে শুধুমাত্র এই একটি জিনিস জানুক, আমি একজন মসীহ-প্রেমিক এবং মসীহের অনুসারী!' "অনুগ্রহ করে কোনো প্রশ্ন থাকলে লিখুন এবং আমাদের কাছে ফরওয়ার্ড করুন: WasItForMeRom832@gmail.com বাংলায় write2stm@gmail.com এই ঠিকানায়।

আমরা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব যেমন আমাদের স্পষ্টতটা দেওয়া হয়েছে। সময় এবং সুযোগ মসীহে আপনার প্রতি আমাদের সমস্ত ভালবাসা - জন + ফিলিস (Jon + Philis)